আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: খুলনা

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০৬ অক্টোবর, ২০১৯ বুলেটিন নং ৮২	০৬ অক্টোবর হতে ১০ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (০২ অক্টোবর হতে ০৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০২ অক্টোবর	০৩ অক্টোবর	০৪ অক্টোবর	০৫ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.৭	৩৩.৭	৩৪.৬	৩৪.৫	৩৩.৭-৩৪.৬
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.০	২৬.২	২৬.০	২৬.৩	২৫.০-২৬.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৪.০-৯৭.০	৬২.০-৯৭.০	৬১.০-৯৭.০	৫৮.০-৯৩.০	৫৮.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৩	৭	৩	১	১-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
০৬ অক্টোবর হতে ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-১০.৭ (২১.৪)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৯-৩২.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৪-২৪.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮১.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৬-৪.১
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	রিকভারী থেকে থোড়
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফলধরা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান:

- **আগামী পাচঁদিন যেহেতু কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে তাই সেচ প্রদানের মাধ্যমে ধানের কুশি পর্যায় পযর্ন্ত জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন। ধানের কাইচথোড় পর্যায়ে জমিতে ২-৫সেমি পানির স্তর রাখুন।**
- **সব ধরনের আন্ত:পরির্চযার কাজ শেষ করতে হবে।**
- **প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত বিরতিতে জমির আগাছা পরিস্কার করুন। চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৩০-৩৫দিন পর দ্বিতীয়বার হাত অথবা আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা নিধন করুন।**
- **চারা** রোপণের **১৫-২০ দিনের মধ্যে ১/৩ নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করুন। কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে শেষ ১/৩ নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করুন বৃষ্টিপাতের পর।**
- **গাছ ফড়িং এর আক্রমণ সনাক্ত করতে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন। প্রতি গোছায় ৫টির অধিক পোকা দেখা গেলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।**
- **অপকারী পোকা যেমন: মাজরা পোকা ,পামরি পোকা, চুঙ্গি পোকা, গলমাছি সনাক্ত করতে নিয়মিত মাঠ পরিদশর্ণ করুন। পোকা সনাক্ত করতে আলোক-ফাদঁ ব্যবহার করতে হবে।**
- **চারা এবং কুশি পর্যায়ে পাতা মোড়ানো পোকা অথবা পামরি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যদি একটি গোছায় পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত একটি পাতা দেখা যায় অথবা একটি পামরি পোকার উপস্থিতি চোখে পড়ে তাহলে ক্লোরোপাইরিফস ২০ইসি অথবা মনোক্রোরোফস ৪০ইসি @ ১.৫ মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।**
- **মাজরা পোকা অথবা পাতা খেকো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণে কার্বফুরান ৩জি (১২কেজি/ একর) প্রয়োগ করুন।**
- **নিচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে এসব জমিতে এখনও আমন ধান রোপন করা যাবে। দেরিতে রোপনের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৩৮, ব্রিধান ৪৬,বিনাশাইল, নাইজারশাইল বা স্থানীয় উন্নত জাত বেশ উপযোগী।**

সব্জি:

- ঢেঁড়স: ঢেঁড়সে পাতায় দাগ, জেসিড, সাদা মাছিপোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে । পাতায় দাগ রোগ দমনে কার্বান্ডাজিম ৫০%ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ১গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন। জেসিড ও সাদা মাছিপোকা দমনে থিয়োমিথোক্সাম ১গ্রাম/৩লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রযোগ করুন। জমি আগাছা মুক্ত রাখুন।

- শসা জাতীয় সব্জি: ফলের মাছি পোকা, সাদা মাছি পোকা এবং মোজাইকের আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমনের ধরন অনুযায়ী অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বেগুন: ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, নেমাটোড, সাদামাছি পোকা এবং জেসিডের আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- করলা ও চিচিঙ্গা: ডাউনি মিলডিউ দমনে ম্যানকোজেব ২গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর দুইবার প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফলের চারা যেমন: আম, লিচু, কাঠাঁল, পেয়ারা, জাম, আতা, লেবুর নতুন চারা রোপন করুন। বন্যায় অথবা বৃষ্টিপাত এর কারনে মৌসুমে রোপিত চারা নষ্ট হলে শূন্যস্থান পূরণ করতে পুনরায় চারা রোপন করুন। এবছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেয়া, বেড়া ও খুটি দেয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপনসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল ছেটে দিতে হবে। নারকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করতে হবে।
- উদ্যান ফসলের বিশেষ যত্ন নিতে হবে।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ডালিমে ব্লাইট এবং ফল পচাঁ রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দমনে ম্যনকোজেব ৬০০ গ্রাম এবং কার্বন্ডাজিম ১০০গ্রাম @ ২০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- পেয়ারা এবং শসাতে মাছি পোকার আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। শিকড় পচাঁ রোগের আক্রমন দেখা দিলে আক্রান্ত গাছকে রোগ বিস্তার রোধে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ডালিমে ফ্রুট ব্লাইট এবং ফ্রুট রট দেখা দিলে ম্যনকোজেব ৬০০গ্রাম এবং কার্বান্ডাজিম ১০০গ্রাম @ ২০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

নারকেল:

- চারা রোপনের জন্য গর্ত তৈরী করুন।
- বর্ষা মৌসুমে নারকেলে বাড রট রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য ম্যানকোজেব স্যাশে (৫গ্রাম) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৩মাস বয়সী কলাগাছে ১২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম এসএসপি এবং ২৭৫ গ্রাম পটাশ সার প্রতি গাছে প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কলার কান্ডের উইভিল পোকা দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফক্স অথবা কুইনালফক্স অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- কলা গাছে রোগবালাই এর আক্রমন বেশী হলে আক্রান্ত অংশ কেটে ধ্বংস করে ফেলুন।

গবাদী পশু এবং হাঁস-মুরগী:

- গবাদী পশুর আবাসস্থল পরিষ্কার রাখুন। গোয়ালঘরে পানি জমতে দেয়া যাবে না।
- এ সময় ছাগলের ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। ডায়রিয়া দেখা দিলে নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাইরে পশুচারণ করা যাবে না।
- বর্ষা জনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগীকে টীকা দিন।
- গবাদীপশুকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন এবং বাছুরকে শুকনো স্থানে রাখুন।
- পরজীবির আক্রমণ থেকে গবাদীপশুকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।